

১০. বার্ষিক প্রতিবেদন

সদস্য সচিব সংস্থার কর্মকাণ্ডের একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রাথমিক অনুমোদনের জন্য নির্বাহী পরিষদে পেশ করবেন। নির্বাহী পরিষদে প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সাধারণ সভায় উপস্থাপন করতে হবে। সাধারণ সভায় অনুমোদিত বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ ও দাতা সংস্থাকে প্রদান করতে হবে।

১৪. পরিষদের কর্মচারী নিয়োগ

বামাসপ-এর পরিচালক বা সদস্য সচিব নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ লাভ করবেন। তিনি বামাসপ-এর প্রশাসনিক ও কর্মসূচী সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রধান নির্বাহী হিসেবে কাজ করবেন। নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তিনি বামাসপ-এর অনুমোদিত চাকুরী বিধি অনুযায়ী অপরাপর কর্মচারী নিয়োগ করবেন। কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগের পূর্বে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের পূর্বনুমতি গ্রহণ করা হবে।

১৫. গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা দান

গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যাদান করবেন সভাপতি। অপরাপর নির্বাহী সদস্যগণ তাঁকে সহায়তা করবেন।

১৬. বিশেষ ক্ষমতা

ক. নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত সমূহ যদি সংবিধান-এর কোন ধারা ও উপধারা কিংবা অনুচ্ছেদ-এর সাথে অসংগতিপূর্ণ হয় তাহলে গৃহীত নীতিমালা ও সিদ্ধান্তবলী অকার্যকর ও বাতিল হবে।

খ. বামাসপ এর কার্যাবলী পরিচালনায় বিধি বিধান গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই। এমন কোন ঘটনার উদ্ভব হলে সেই সকল ক্ষেত্রে প্রথানুসারে নির্বাহী পরিষদ সমাধান করতে পারেন।

১৭. অবলুপ্তি

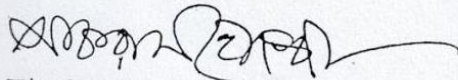
সংগত কারণে বামাসপ-এর অবলুপ্তির প্রয়োজন দেখা দিলে উক্ত উদ্দেশ্যে আহৃত বিশেষ সাধারণ সভায় তিন-পঞ্চমাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ অবলুপ্ত করা যাবে। তবে বিলুপ্তির কারণে বামাসপ-এর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি প্রথমত দায়-দেনা পরিশোধার্থে ব্যবহৃত হতে পারবে, এবং দ্বিতীয়তঃ নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সমম্মত সংগঠনকে দান করা যেতে পারে।

১৮. গঠনতন্ত্র অনুমোদন

বামাসপ-এর গঠনতন্ত্র এবং গঠনতন্ত্রের সংশোধনী সাধারণ সভায় অনুমোদনের পর নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তরের(নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ)অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ(বামাসপ)-এর গঠনতন্ত্রের প্রতিটি ধারা, উপ-ধারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করার পর ২৬ আগস্ট ১৯৮৭ সালে প্রথমবারের মত বামাসপ-এর গঠনতন্ত্র সাধারণ সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীতে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ তারিখে বামাসপ-এর বিশেষ সাধারণ সভায় উক্ত গঠনতন্ত্রের দ্বিতীয় সংশোধনী এনে সর্ব সম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। সংশোধিত গঠনতন্ত্র বিষয়ে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বামাসপ-এর বিশেষ সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্রটি পুনঃপর্যালোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

#####



আব্বাস হোসেন চৌধুরী

মহাসচিব

বামাসপ

12

পরীক্ষিত
স্বাক্ষরিত

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের পক্ষে

স্বাক্ষরিত

স্বাক্ষরিত

পরিভাষা

বিষয় বা পূর্বাগর কথাৰ বিৰুদ্ধভাৰেৰ কিছু না থাকলে এই গঠনতন্ত্ৰে:

ক. বাংলাদেশ সরকার বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকারকে বুঝাবে;

খ. গঠনতন্ত্ৰ বলতে বাংলাদেশ মানবাধিকাৰ সমন্বয়পৰিষদেৰ গঠনতন্ত্ৰ বুঝাবে;

গ. বামাসপ বলতে বাংলাদেশ মানবাধিকাৰ সমন্বয় পৰিষদ (Coordinating Council for Human Rights in Bangladesh-CCHRB) বুঝাবে;

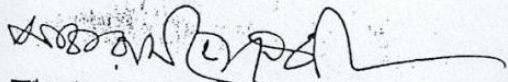
ঘ. সদস্য সংগঠন বলতে বামাসপ-এৰ অন্তর্ভুক্ত সকল সংগঠনগুলোকে বুঝাবে;

ঙ. সাধাৰণ পৰিষদ বা নিৰ্বাহী পৰিষদ বলতে বামাসপ-এৰ সাধাৰণ সদস্যদেৰ পৰিষদ ও নিৰ্বাহী পৰিষদকে বুঝাবে;

চ. ১, ২, ৩, ৪..... ইত্যাদি দ্বাৰা গঠনতন্ত্ৰেৰ ধাৰা; ক, খ, গ..... ইত্যাদি দ্বাৰা উপ-ধাৰা; (১), (২), (৩)..... ইত্যাদি দ্বাৰা অনুচ্ছেদ বুঝাবে।

**

১০/২/২০১৬
(অদ্য, ১৭ ডিসেম্বৰ, ১৯৯৭ তাৰিখে বামাসপ-এৰ বিশেষ সাধাৰণ সভায় গঠনতন্ত্ৰেৰ দ্বিতীয় সংশোধনীৰ খসড়া নিবন্ধন কৰ্তৃপক্ষেৰ মন্তব্যেৰ আলোকে পুনঃপৰ্যালোচনাৰ জন্য উপস্থাপন কৰা হল। খসড়া গঠনতন্ত্ৰেৰ ধাৰা, উপ-ধাৰাৰ উপৰ পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে আলোচনা, পৰ্যালোচনা শেষে এই খসড়াটি সৰ্ব সম্মতিক্ৰমে গৃহীত হল। এই সংশোধনী নিবন্ধনকাৰী কৰ্তৃপক্ষেৰ অনুমোদন সাপেক্ষে অবিলম্বে কাৰ্যকৰ হ'বে)।

১০/২/২০১৬


আব্বাৰাম হোসেন চৌধুৰী

মহাসচিব

বামাসপ